سورة الكوثر

সূরা কাউসার

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৩ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ① فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ② إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ③

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি। (২) অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন। (৩) যে আপনার শত্রু, সে-ই তো লেজকাটা, নির্বংশ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার (জান্নাতের একটি প্রস্রবণের নাম, তদুপরি সর্বপ্রকার কল্যাণও এর অর্থের মধ্যে শামিল)। দান করেছি। (এতে ইহকাল ও পরকালের সব কল্যাণ অর্থাৎ ইহকালে ইসলামের স্থায়িত্ব ও উন্নতি এবং পরকালে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)। অতএব (এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতায়) আপনি আপনার পালনকর্তার উদ্দেশে নামায পড়ুন (কেননা সর্ববৃহৎ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতায় সর্ববৃহৎ ইবাদত দরকার আর [illegible] হচ্ছে নামায) এবং কৃতজ্ঞতা পূর্ণ করার জন্য শারীরিক ইবাদতের সাথে আর্থিক ইবাদত অর্থাৎ তাঁরই নামে) কোরবানী করুন। [অন্যান্য আয়াতে নামাযের সাথে যাকাতের আদেশ আছে কিন্তু এখানে নামাযের সাথে কোরবানীর আদেশের কারণ সম্ভবত এই যে, কোরবানীর মধ্যে আর্থিক ইবাদতের সাথে সাথে মুশরিকদের ও মুশরিকসুলভ আচার-অনুষ্ঠানের কার্যত বিরোধিতাও রয়েছে। কারণ মুশরিকরা প্রতিমার নামে কোরবানী করত। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পুত্র কাসেমের শৈশবে ইন্তেকাল হলে কোন কোন মুশরিক দোষারোপ করেছিল যে, তাঁর বংশ বিস্তৃত হবে না এবং তাঁর ধর্মও অচিরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অতঃপর এই দোষারোপের জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, আপনি আল্লাহ্‌র কৃপায় নির্বংশ নন, বরং] আপনার শত্রুরাই নির্বংশ, লেজকাটা। (ওদের বাহ্যিক বংশ বিস্তৃত হোক বা না হোক, দুনিয়াতে ওদের শুভ আলোচনা অব্যাহত থাকবে না। কিন্তু আপনার প্রতি মহব্বত,

আপনার স্মৃতি ও সুখ্যাতি ভক্তি সহকারে কীর্তিত হবে। এসব নিয়ামত 'কাউসার' শব্দের অর্থে দাখিল রয়েছে। পুত্র-সন্তানজাত বংশ না থাকুক কিন্তু বংশের যা উদ্দেশ্য, তা তো ইহকালের পর পরকালেও অর্জিত রয়েছে। আপনার শত্রু এ থেকে বঞ্চিত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে-নুযূল ঃ মুহাম্মদ ইবনে আলী, ইবনে হোসাইন থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তির পুত্রসন্তান মারা যায়, আরবে তাকে ابتر নির্বংশ বলা হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পুত্র কাসেম অথবা ইবরাহীম যখন শৈশবেই মারা গেল, তখন কাফিররা তাঁকে নির্বংশ বলে দোষারোপ করতে লাগল। তাদের মধ্যে কাফির 'আস ইবনে ওয়ায়েলের' নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার সামনে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কোন আলোচনা হলে সে বলত ঃ আরে তার কথা বাদ দাও। সে তো কোন চিন্তারই বিষয় নয়। কারণ, সে নির্বংশ। তাঁর মৃত্যু হয়ে গেলে তাঁর নাম উচ্চারণ করারও কেউ থাকবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হয়।---(ইবনে কাসীর, মাযহারী)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, ইহুদী কা'ব ইবনে আশরাফ একবার মক্কায় আগমন করলে কোরায়শরা তার কাছে যেয়ে বলল ঃ আপনি কি সেই যুবককে দেখেন না, যে নিজকে ধর্মের দিক দিয়ে সর্বোত্তম বলে দাবী করে? অথচ আমরা হাজীদের সেবা করি, বায়তুল্লাহ্র হিফাযত করি এবং মানুষকে পানি পান করাই। কা'ব একথা শুনে বলল ঃ আপনারাই তদপেক্ষা উত্তম। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হয়।---(মাযহারী)

সারকথা, পুত্রসন্তান না থাকার কারণে কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি দোষারোপ করত অথবা অন্যান্য কারণে তাঁর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করত। এরই প্রেক্ষাপটে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হয়। এতে দোষারোপের জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, শুধু পুত্র-সন্তান না থাকার কারণে যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্বংশ বলে, তারা তাঁর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে বে-খবর। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বংশগত সন্তান-সন্ততিও কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে যদিও তা কন্যাসন্তানের তরফ থেকে হয় অনন্তর নবীর আধ্যাত্মিক সন্তান অর্থাৎ উম্মত তো এত অধিকসংখ্যক হবে যে, পূর্ববর্তী সকল নবীর উম্মতের সমষ্টি অপেক্ষাও বেশী হবে। এছাড়া এ সূরায় রসূলুল্লাহ্ (সা) যে আল্লাহ্র কাছে প্রিয় ও সম্মানিত তাও তৃতীয় আয়াতে বিবৃত হয়েছে। এতে কা'ব ইবনে আশরাফ-এর উক্তি খণ্ডিত হয়ে যায়।

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ----হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'কাউসার' সেই অজস্র কল্যাণ যা আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দান করেছেন। কাউসার জান্নাতের একটি প্রস্রবণের নাম---কারও কারও এই উক্তি সম্পর্কে সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (র)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ একথাও ইবনে আব্বাস (রা)-এর উক্তির পরিপন্থী নয়। কাউসার নামক প্রস্রবণটিও এই অজস্র কল্যাণের মধ্যে দাখিল। তাই মুজাহিদ, কাউসারের

তফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ এটা উভয় জাহানের অফুরন্ত কল্যাণ। এতে জান্নাতের বিশেষ কাউসার প্রস্রবণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

হাউযে কাউসার ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ

بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا فى المسجد اذا اغفى اغفاءة ثم رفع راسه متبسما - قلنا ما اضحكك يا رسول الله قال لقد انزلت على انفا سورة فقرا بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطينا ك الكوثر الخ ثم قال اتدرون ما الكوثر قلنا الله ورسوله اعلم قال فانه نهر وعدنيه ربى عز وجل عليه خير كثير وهو حوض ترد عليه امتى يوم القيامة انيته عدد نجوم السماء فيختلج العبد منهم فاقول رب انه من امتى فيقول انك لا تدرى ما احدث بعدك -

একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে আমাদের সামনে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মধ্যে এক প্রকার নিদ্রা অথবা অচেতনতার ভাব দেখা দিল। অতঃপর তিনি হাসি-মুখে মস্তক উত্তোলন করলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্, আপনার হাসির কারণ কি? তিনি বললেন ঃ এই মুহূর্তে আমার নিকট একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহ্সহ সূরা কাউসার পাঠ করলেন এবং বললেন ঃ তোমরা জান, কাউসার কি? আমরা বললাম ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ এটা জান্নাতের একটি নহর। আমার পালনকর্তা আমাকে এটা দিবেন বলে ওয়াদা করে-ছেন। এতে অজস্র কল্যাণ আছে এবং এই হাউযে কিয়ামতের দিন আমার উম্মত পানি পান করতে যাবে। এর পানি পান করার পাত্র সংখ্যায় আকাশের তারকাসম হবে। তখন কতক লোককে ফেরেশতাগণ হাউয থেকে হটিয়ে দিবে। আমি বলব ঃ পরওয়ার-দিগার! সে তো আমার উম্মত। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ আপনি জানেন না, আপনার পরে সে কি নতুন মতপথ অবলম্বন করেছিল।---(বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী)

উপরোক্ত রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর ইবনে কাসীর লিখেন ঃ

وقد ورد فى صفة الحوض يوم القيامة انه يشخب فيه ميزابان من السماء من نهر الكوثر وان انيته عدد نجوم السماء -

হাউয সম্পর্কে হাদীসে আছে যে, তাতে দুটি পরনালা আকাশ থেকে পতিত হবে, যা কাউসার নহরের পানি দ্বারা হাউযকে ভর্তি করে দেবে। এর পাত্র সংখ্যায় আকাশের তারকাসম হবে।

এই হাদীস দ্বারা সূরা কাউসার অবতরণের হেতু এবং কাউসার শব্দের তফসীর (অজস্র কল্যাণ) জানা গেল। আরও জানা গেল যে, এই অজস্র কল্যাণের মধ্যে হাউযে কাউসারও শামিল আছে, যা কিয়ামতের দিন উম্মতে মুহাম্মদীর পিপাসা নিবারণ করবে।

এ হাদীস আরও ফুটিয়ে তুলেছে যে, আসল কাউসার প্রস্রবণটি জান্নাতে অবস্থিত এবং হাউযে কাউসার থাকবে হাশরের ময়দানে। দু'টি পরনালার সাহায্যে এতে কাউসার প্রস্রবণের পানি আনা হবে। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, উম্মতে মুহাম্মদী জান্নাতে দাখিল হওয়ার পূর্বে হাউযে কাউসারের পানি পান করবে। এটা উপরোক্ত রেওয়ায়েতের সাথে সামঞ্জস্যশীল। যারা পরবর্তীকালে ইসলাম ত্যাগ করেছিল কিংবা পূর্ব থেকেই মুসলমান নয়---মুনাফিক ছিল, তাদেরকেই হাউযে কাউসার থেকে হটিয়ে দেওয়া হবে।

সহীহ্ হাদীসসমূহে হাউযে কাউসারের পানির স্বচ্ছতা মিষ্টতা এবং কিনারাসমূহ মণি-মানিক্য দ্বারা কারুকার্যখচিত হওয়া সম্পর্কে এমন বর্ণনা আছে, যার তুলনা দুনিয়ার কোন বস্তু দ্বারা সম্ভবপর নয়।

উপরের বর্ণনা অনুযায়ী এই সূরা যদি কাফিরদের দোষারোপের জওয়াবে অবতীর্ণ হয়ে থাকে, তবে এ সূরায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হাউযে কাউসারসহ কাউসার দান করার কথা বলে দোষারোপকারীদের অপপ্রচার খণ্ডন করা হয়েছে যে, তাঁর বংশধর কেবল ইহকাল পর্যন্তই চালু থাকবে না বরং তার আধ্যাত্মিক সন্তানদের সম্পর্ক হাশরের ময়দানেও অনুভূত হবে। সেখানে তারা সংখ্যায়ও সকল উম্মত অপেক্ষা বেশী হবে এবং তাদের সম্মান আপ্যায়নও সর্বাপেক্ষা বেশী হবে।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ---نحر---শব্দের অর্থ উট কোরবানী করা। এর মজযুম পদ্ধতি হাত-পা বেঁধে কণ্ঠনালীতে বর্শা অথবা ছুরিকা দিয়ে আঘাত করা এবং রক্ত বের করে দেওয়া। গরু-ছাগল ইত্যাদির কোরবানীর পদ্ধতি যবাই করা। অর্থাৎ জন্তুকে শুইয়ে কণ্ঠনালীতে ছুরিকাঘাত করা। আরবে সাধারণত উট কোরবানী করা হত। তাই কোরবানী বোঝাবার জন্য এখানে نحر শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মাঝে মাঝে এ শব্দটি যে কোন কোরবানীর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সূরার প্রথম আয়াতে কাফিরদের মিথ্যা ধারণার বিপরীতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কাউসার অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালের প্রত্যেক কল্যাণ তাও অজস্র পরিমাণে দেওয়ার সুসংবাদ শুনানোর পর এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁকে দু'টি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে---নামায ও কোরবানী। নামায শারীরিক ইবাদতসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ ইবাদত এবং কোরবানী আর্থিক ইবাদতসমূহের মধ্যে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্বের অধিকারী। কেননা, আল্লাহ্র নামে কোরবানী করা প্রতিমা পূজারীদের রীতিনীতির বিরুদ্ধে একটি জিহাদ বটে। তারা প্রতিমাদের নামে কোরবানী করত। এ কারণেই অন্য এক আয়াতেও নামাযের সাথে কোরবানীর উল্লেখ আছে---

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ---আলোচ্য

আয়াতে وَانْحَرْ---এর অর্থ যে কোরবানী, একথা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আতা,

মুজাহিদ, হাসান বসরী (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ নামাযে বুকে হাত বাঁধা করেছেন বলে যে রেওয়ায়েত প্রচলিত আছে, ইবনে কাসীর সেই রেওয়ায়েতকে মুনকার তথা অগ্রহণযোগ্য বলেছেন।

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ—شانئ-এর অর্থ শত্রুতাপোষণকারী, দোষারোপকারী। যেসব কাফির রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্বংশ বলে দোষারোপ করত, এ আয়াত তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতে অধিকাংশ রেওয়ায়েত মতে 'আস ইবনে ওয়ায়েল, কোন কোন রেওয়ায়েত মতে ওকবা এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে কা'ব ইবনে আশরাফকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কাউসার অর্থাৎ অজস্র কল্যাণ দান করেছেন। এর মধ্যে সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্যও দাখিল। তাঁর বংশগত সন্তান-সন্ততিও কম নয়। এছাড়া পয়গম্বর উম্মতের পিতা এবং উম্মত তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তান। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উম্মত পূর্ববর্তী সকল পয়গম্বরের উম্মত অপেক্ষা অধিক হবে। সুতরাং একদিকে শত্রুদের উক্তি নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে এবং অপরদিকে আরও বলা হয়েছে যে, যারা আপনাকে নির্বংশ বলে প্রকৃতপক্ষে তারাই নির্বংশ।

চিন্তা করুন, রসূলে করীম (সা)-এর স্মৃতিকে আল্লাহ্ তা'আলা কিরূপ মাহাত্ম্য ও উচ্চমর্যাদা দান করেছেন। তাঁর আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোণে কোণে তাঁর নাম দৈনিক পাঁচবার করে আল্লাহ্‌র নামের সাথে মসজিদের মিনারে উচ্চারিত হয়। পরকালে তিনি সর্বাপেক্ষা বড় সুপারিশকারীর মর্যাদা লাভ করেছেন। এর বিপরীতে বিশ্বের ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা করুন, আস ইবনে ওয়ায়েল, ওকবা ও কা'ব ইবনে আশরাফের সন্তান-সন্ততিরা কোথায় এবং তাদের পরিবারের কি হল? স্বয়ং তাদের নামও ইসলামী বর্ণনা দ্বারা আয়াতসমূহের তফসীর প্রসঙ্গে সংরক্ষিত হয়ে গেছে। নতুবা আজ দুনিয়াতে তাদের নাম মুখে নেওয়ার কেউ আছে কি? فاعتبروا يا اولى الابصار